১। Show that the verner's low is a modification om of grimm's low. No - 15.

উঃ সর্বপ্রথম ১। (যাকোব গ্রিম 1785-1863) তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র পাশ্চাত্যের বিধৃত প্রয়োগ করেন। তিনি ভাষার ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সে কারণেই ভাষা বা ভাষাসমূহ যেভাবে লিখিত বিবরণীতে সংরক্ষিত থাকে তার আধারে ধ্বনির পরিবর্তন নির্দেশ করে জার্মান ভাষার ধ্বনির সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় অপর ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করেন। গ্রীম জার্মান ভাষার সঙ্গে আরো কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সূত্রানুসারে বর্ণনা করেন তাই পরিবর্তীকালে গ্রীমের সূত্র নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ্রীমের সূত্রে নির্দেশ করা হয়েছে ইন্দো-ইউরোপীয় ব্যঞ্জন ধ্বনি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে প্রত্ন জার্মানীয় ভাষায়। এই পরিবর্তনকে প্রথম জার্মানীয় ধ্বনি পরিবর্তন বলা হয়ে থাকে। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অঘোষ ও উষ্ম ধ্বনিগুলির গ্রীমের সূত্রের বিশেষভাবে নিদর্শিত। সূত্রে নির্দেশে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় প্রতিনিধি হিসাবে গ্রীক, [illegible] গথিক, জার্মান ভাষার প্রতিনিধি

Scanned by CamScanner

রূপে গ্রহন করে ধ্বনিগত পরিবর্তন নিম্নলিখিত ভাবে বর্ননা করেন।

গ্রীক	গথিক
প	ফ
ত	থ
ক	খ
দ	ত
গ	কপ
পখ	ব
থ	দ
খ	গ

উপরোক্ত নির্দেশিত ধ্বনির পরিবর্তন নির্দেশে গ্রীম তিন পর্যায়ের ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলো নিম্নলিখিত অভিপ্রায়ে চিহ্নিত করেন –

গ্রীমের অভিধা	বর্তমান অভিধা
Temues (প ত ক)	অঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি
Mediae (ব দ গ)	ঘোষ স্পৃষ্ট ধ্বনি
Aspiratae (খ, থ, ফ)	অঘোষ উষ্ম ধ্বনি

গ্রীম সূত্রানুসারে ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিবর্তন শব্দটি ব্যবহার করেন। গ্রীম নির্দেশিত এই বিবর্তন রূপটি নীচে চিত্রাকারে নির্দেশিত হল –

Scanned by CamScanner

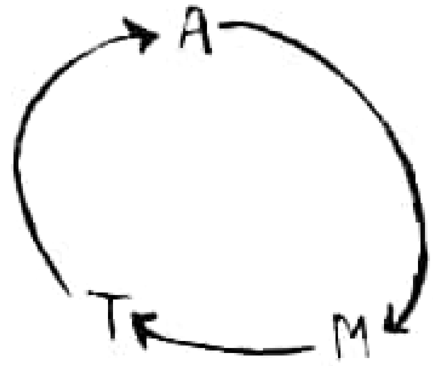

চিত্রের সাহায্যে ধ্বনি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া নিম্নোক্ত রূপে দেখানো যায়।
ইন্দো-ইউরোপীয় / TMA
জার্মানীয় / ATM
প্রাচীন উচ্চ জার্মান / MAT

গ্রীমের উল্লেখিত সূত্রের কিছু সীমাবদ্ধতার দিক নির্দেশ করে পরবর্তীতে গ্রাসম্যান ও ভার্নার যে সূত্র ~~নির্দেশ~~ প্রদর্শন করেন তা অনেকাংশে গ্রীমের সূত্রের পরিপূরক কারন গ্রীমের সূত্র প্রতিক্ষেত্রে নির্ভুল ভাবে কাজ করে না। কিছু শব্দ প্রাচীনতর রূপে টিকে আছে। পরিবর্তনের স্রোত তাদের এড়িয়ে গেছে। এই সমস্যাকে সমাধান করেন ভাষাবিজ্ঞানী গ্রাসম্যান ও ভার্নার। তাঁরা গ্রীমের সূত্র আবিষ্কার করেন। তাই ভার্নারের সূত্রকে গ্রীমের সূত্রের পরিপূরক বলা হয়।

নিম্নে ভার্নারের সূত্রের সেই দিকটা প্রদর্শিত হল —
গ্রীমের সূত্র সংক্রান্ত ব্যাখ্যা সমাধানের জন্য ভাষাবিজ্ঞানী ভার্নার গুরুত্বারোপ করেন স্বরাঘাতের উপর তিনি দেখান যে
[illegible] হলেই —

জার্মান ভাষায় ঘোষ (ব দ গ) যেখানে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃত ও গ্রীকে (প ত ক) এর পূর্বে ~~অনাঘাত~~ অস্বরাঘাতযুক্ত স্বরধ্বনি অনন্তরযুক্ত হয়ে থাকে। প্রোটো ইন্দো-ইউরোপীয় 'ত' জার্মান ভাষায় বিশেষ পরিবেশে 'থ' এর পরিবর্তে 'দ' ধ্বনি রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন—

সংস্কৃত	গ্রীক	গথিক	প্রাচীন ইংরেজী
Pitar	Pater	Fader	Faeder

প্রোটো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ভার্নারের সূত্রে প্রদর্শিত হয় যে প্রোটো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় আদ্যাক্ষরে একইভাবে শ্বাস-অস্বরাঘাত অক্ষরের মত ব্যবহৃত হয়। যেখানে পীতর, ত > থ রূপান্তরিত। স্বরাঘাত যুক্ত অক্ষরের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষতা লাভ করেছে। যেমন—

সংস্কৃত	গথিক
Pitar	Fader
Sapea	Sibun
bhrata	brother

অর্থাৎ এর মূল কথা হল যদি অব্যবহিত উচ্চারধ্বনিতে শ্বাসাঘাত না পড়ে তাহলে আদ্যক্ষরীয় অঘোষ শিস্ ধ্বনি ঘোষধ্বনিতে

Scanned by CamScanner

পরিণত হয়।

গ্রীমের ধ্বনি পরিবর্তন সূত্র আবিষ্কারের পরেও অনেক ব্যতিক্রম থাকলেও সূত্রটি পুরো নির্ভুল ভাবে কাজ করে না। গ্রীমের সূত্র অনুসারে প্রত্ন ইন্দো ইউরোপীয় (ঘ্) কে পরিণত করতে হবে (ঠ) তে। প্রত্ন জার্মানীয় পিতৃসূচক শব্দটি তার সাথে ব্যঞ্জনের কারণে সংযুক্ত অথবা বিবিধ। তাই এই সমস্যাকে সমাধান করেন ভাষা বিজ্ঞানী ভার্নার। সমাধানের জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন স্বরাঘাতের উপর। সংস্কৃতে যেমন - Pitar, bhrater শব্দে স্বরাঘাত পড়ে থাকে দুটি বিভিন্ন স্থানে ভার্নার ধরে নেন যে প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও পিতা ও ভ্রাতা শব্দের স্বরাঘাত প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে। এইভাবে ভার্নারের প্রত্ন জার্মানীয় শব্দের সূত্রবিরোধী ব্যাখ্যার মূল কথা হল — যদি অব্যবহিত পূর্ব-ধ্বনিতে স্বরাঘাত না পড়ে তাহলে আন্তঃস্বরীয় অঘোষ নিঃশ্ব ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়। গ্রীম ও ভার্নার সূত্র দুটিকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায় —

(ক) গ্রীমের সূত্র —

(P, ~~K~~, T, K) — (F, θ, H)

ভার্নারের সূত্র —

Scanned by CamScanner

(ঙ) ভার্নারের সূত্র —

(p / q / h) — (b / d / h)

সুতরাং গ্রীমের সূত্রের সীমাবদ্ধতাকে সূত্র সুসমাধান ভাবে ব্যাখ্যা করে ভার্নারের সূত্র। তাই বলা যায় গ্রীমের সূত্র প্রমাণ করে যে ধ্বনি সূত্র আছে। আর ভার্নারের সূত্র প্রমাণ করে যে তার ব্যতিক্রমও আছে।

Grimm's law —

Jacob গ্রীম Grimm's (1785-1863) সর্বপ্রথম তুলনামূলক ব্যাকরণ রচনার মাধ্যমে ধ্বনি প্রকৃতির বিষয়ে প্রয়োগ করেন। তিনি ভাষার ঐতিহাসিক দিক সম্পর্কে অনেক আগ্রহী ছিলেন। তদজন্য ভাষা বা ভাষাসমূহ যেভাবে লিখিত হয় বর্ণতে অংকিত, তা থেকে তার শব্দের ধ্বনি-পরিবর্তন লক্ষ্য করে। জার্মান ভাষার ধ্বনির সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় অপর ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের তুলনামূলক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি জার্মান ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সূত্রাকারে বর্ণনা করেন। পরবর্তীতে তা গ্রীমের সূত্র বলে পরিচিতি লাভ করেন। গ্রীমের প্রণীত জার্মান ভাষার গোষ্ঠীর ধ্বনি পরিবর্তন সূত্রটির উল্লেখযোগ্য উদাহরণ-

Scanned by CamScanner

এবং সংস্কৃত ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার
জার্মানিক ভাষার ... গ্রীক, ল্যাটিন ভাষার মধ্যে জার্মানিক ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনি-বিচারে দেখা যায় অন্য ভাষাগুলিতে মূল ভাষার ঘোষবৎ মহাপ্রাণ ধ্বনি অবিকৃত রয়েছে কিন্তু জার্মানীতে তা ঘোষবৎ অল্পপ্রাণে পরিণত এবং মূল ভাষার অঘোষ অল্পপ্রাণ পরিণত হয়। অঘোষ মহাপ্রাণে এবং অঘোষ অল্পপ্রাণ পরিণত হয়েছে অঘোষ অল্পপ্রাণে। অর্থাৎ স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির প্রতি বর্গের চতুর্থ বর্ণ পরিণত তৃতীয় বর্ণে, তৃতীয় বর্ণ পরিণত প্রথম বর্ণে এবং প্রথম বর্ণ পরিণত দ্বিতীয় বর্ণে। যেমন—

সংস্কৃতে — ভরামি
জার্মানীতে — বেরন (Bairan)
ইংরেজীতে — বীয়র (Bear) এবংকল

সংস্কৃতে — ভ্রাতা
~~জার্মান~~
গ্রীকে — ফ্রাতের
জার্মানীতে — ব্রুডার এবং
ইংরেজীতে — তা হয়েছে Brother.

এই ধ্বনিসূত্র জার্মানী ভাষা গোষ্ঠীর বিচার করেছিলেন — ... এই নিয়মটি রাস্ক প্রথম লক্ষ্য করেন। বিখ্যাত ~~...~~ তাকে বিরাট ব্যাখ্যা সহকারে উপস্থাপিত করেছেন। এইজন্য তাঁর নাম অনুসারে এই সূত্রের নাম হয়েছে Grimm law.

৩. Assimilation (সমীভবন) —

পাশাপাশি দুটি ধ্বনির একটির প্রভাবে অথবা পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যদি সাম্য লাভ করে
[illegible]

হলে তাকে সমীভবন বা Assimilation বলে। সমীভবন তিন প্রকারে সংঘটিত হতে পারে।

① পূর্ববর্তী ধ্বনি পরিবর্তন ~~ঘটলে~~ পরবর্তী ধ্বনিকে প্রভাবিত করে পরিবর্তন ঘটালে তাকে বলে প্রগত বা (Progressive) সমীভবন। যেমন — পদ্ম > পদ্দ, বিদ্যা — বিদ্দা

② পরবর্তী ধ্বনি যদি পূর্ববর্তী ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে তখন তাকে পরাগত বা Regressive সমীভবন বলে।

যেমন — (তদ্ + জন্য) > তজ্জন্য / উৎ + ডীন > উড্ডীন / উৎ + হত > উদ্ধত [illegible]

সংস্কৃতে — সুপ্ত > প্রাকৃতে সুত্ত

সংস্কৃতে [illegible] > পালিতে [illegible]

③ পরস্পরের প্রভাবে উভয় ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে নতুন ধ্বনির সৃষ্টি হলে তাকে অন্যোন্য বা পারস্পরিক বা Mutual সমীভবন বলে যেমন —

মিথ্যা > মিচ্ছা

মৎস্য > মচ্ছ > মাছ

উৎ + শ্বাসং > উচ্ছ্বাসং / উৎ + শরীরম্ > উচ্ছরীরম্

উৎ + শৃঙ্খল > উচ্ছৃঙ্খল

Scanned by CamScanner

Amaptyxis ——> (স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ) (মধ্যস্বরাগম)

উচ্চারণের সুবিধার জন্য অথবা অন্য কোন ধ্বনিগুচ্ছকে ভাঙা সহজ ও সরল করতে গিয়ে অথবা ছন্দের প্রয়োজনে যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে অনেক সময় তার মাঝে স্বরধ্বনি নিয়ে আসা এবং তার উচ্চারণের রীতিকে বলা হয় স্বরভক্তি। যেমন —

ইন্দ্র > ইন্দর   ব্রি – কম্মিন,

কৃষ্ণ > অর্ধমাগধী — কৃষ্ণের অর্ধমাগধী ধ্বনির উচ্চারণ হল কসীন

বর্ষ > প্রাদেশিক রূপ বরষ (নাদ)। পৃথ্বী > পুঢ়ি পুথিমী

পৃথিমী এবং পৃথিবী আকারে স্বরভক্তির ভাষায় চমৎকার উদাহরণ। বিপ্রকর্ষের রীতিটি যদি বাংলা কাব্যের ভাষায় যথেষ্ট উচ্চারণ সংশ্লেষ্ট পাওয়া যায় তবে এটি বাংলা অথবা আধুনিক ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন ছিল। প্রাকৃত রূপে এই রীতি প্রবলরূপে প্রচলিত।

Scanned by CamScanner

ঘ. Epenthesis — (অপিনিহিতি)

পদমধ্যস্থ কোন ধ্বনিবর্ণ ঐ-স্থানে উচ্চারিত হওয়ার পূর্বেও আবার একবার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলা হয় অর্থাৎ শব্দের মধ্যে ই বা উ থাকলে সেই ই বা উ কে পূর্বে উচ্চারণ করার বিশেষ নিয়মকে অপিনিহিতি বলে।

(আবেস্তীয় এবং সংস্কৃত বাক্যাবলীর তুলনামূলক তালিকা এই প্রক্রিয়ার নিদর্শন। যেমন —

সং. ভরতে > অবেতি আবেস্তীয় > অবৈতি
এখানে ই ---> এই
সং. ধৃতে > ধেরএ: আবেস্তীয় > অইরুশো
সং. ধৃতে > ভাতি আবেস্তীয়ে > অইতি
আর চলতি বাংলায় যেমন - করিয়া > কইর্যা।
এছাড়া - অপিনিহিত পূর্বের অন্তরে ই কার বা উ কারের প্রতিষ্ঠা ঘটে। একাধিক শব্দ এই ধ্বনিবর্ণের স্থানে হতে কেবল পূর্বে আনয়ন ঘটে। যেমন —
ই কারের অপিনিহিতি — রাখিয়া > রাইখ্যা
উ কারের অপিনিহিতি - সাধুয়া > সাউধ্যা
য ফলার অন্তর্গত ই কারের অপিনিহিতি — কন্যা > কইন্না
সং. যুক্তবর্ণ ক্ষ, জ্ঞ উচ্চারিত হয়।
২), ৩) স্থানের 'ও', 'ই' কারের অপিনিহিতি ঘটে। যেমন — যজ্ঞ > জইগ্য গো
রাক্ষস > রাইক্খস।

* Prothesis (আদি স্বরাগম বা বর্ণাগম)

শব্দের আদিতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য একক বা যুক্ত ব্যঞ্জনের আগে স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে তাকে বলা হয় বর্ণাগম বা আদি স্বরাগম। তাকেই বলা হয় ইংরেজীতে Prothesis. একক ব্যঞ্জনের আগে স্বরাগমের ঘটনা অবশ্য দুর্লভ। যেমন—

কলকাতা > অকলকাতা

আবার শব্দের আদিতে যুক্তবর্ণ থাকলে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় বেশী। যেমন — 'স্ত্রী' শব্দ উচ্চারণ করার সময় আবার মানুষ 'ইস্ত্রী' উচ্চারণ করে থাকে। অনুরূপ উদাহরণ যেমন—

স্নান > প্রাদেশিক ভাষায় আস্নান
স্টেশন > ইস্টিশান
স্কুল > ইস্কুল ইত্যাদি

স্বরের পূর্বে ব্যঞ্জনের আগমন অনুরূপ কিছু উদাহরণ যেমন —

এব > প্রাদেশিক জেব অনুরূপ
ইংরেজীতে stable > আস্তাবল

Scanned by CamScanner

Pitch accent (স্বরাঘাত)

74, যেকোন বাক্যকে উচ্চারণ করার সময়ে বাক্যটি একটি বিশেষ শব্দের উপর জোর বা ঝোঁক দিলে তার অন্যান্য বাক্যটির সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু ধ্বনি বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। উচ্চারণের সময়ে এই ঝোঁক বা আয়োজনপ্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে Accent বলা হয়েছে। এই আয়োজন পদ্ধতি দুইভাবে আখ্যাত হয়। একটি হল শ্বাসাঘাত ও অপরটি স্বরাঘাত। উচ্চারণের সময় জোর দেওয়ায় এক প্রকারের হল স্বরাঘাত বা স্বর অলংকার। এই প্রক্রিয়াতে যে শব্দটি যেরূপ স্বরাঙ্কিত তার উচ্চারণের প্রয়োজনে কণ্ঠস্বর ওঠানামা করে। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত স্বর উদাত্ত এবং অতিনিম্নে উচ্চারিত ধ্বনি অনুদাত্ত এবং মাঝে অন্যতম ও চিহ্নিত থাকে। স্বরঅলংকারের প্রভাবে স্বরধ্বনির প্রকৃতগত পরিবর্তন ঘটে। ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার অপশ্রুতি বা স্বরক্রমের পক্ষে স্বরাঘাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রূপে বিবেচিত। স্বরাঘাতের ফলে ই কার এ কারে পরিণত হয় এবং উ-কার ও কারে পরিণত হয়।

Scanned by CamScanner

Pitch accent (স্বরাঘাত)

৭৭। যেকোন বাক্যকে উচ্চারণ করার সময়ে বাক্যটি একটি বিশেষ শব্দের উপর জোর বা ঝোঁক দিলে তার ফলে বাক্যটির সঙ্গে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু ধ্বনি বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। উচ্চারণের সময়ে এই ঝোঁক বা আঘাতপ্রক্রিয়াকে ইংরেজীতে Accent বলা হয়েছে। এই আঘাত পদ্ধতি দুইভাবে আখ্যিত হয়। একটি হল শ্বাসাঘাত ও অপরটি স্বরাঘাত। উচ্চারণের সময় জোর দেওয়ায় এক প্রকারের হল স্বরাঘাত বা স্বর অলঙ্কার। এই প্রক্রিয়াতে যে অক্ষরটি যেরূপ স্বরাঙ্কিত তার উচ্চারণের প্রয়োজনে কণ্ঠস্বর ওঠানামা করে। উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত অক্ষর উদাত্ত এবং অতিনিম্নে উচ্চারিত ধ্বনি অনুদাত্ত এর মাঝে অন্যতম উচ্চকিত থাকে। স্বরালঙ্কারের প্রভাবে স্বর ধ্বনির প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অপশ্রুতি বা স্বরক্রমের পক্ষে স্বরাঘাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রূপে বিবেচিত। স্বরাঘাতের ফলে 'ই' কারের 'এ' কারে পরিণত হয় এবং 'উ' কারের 'ও' কারে পরিণত হয়।

Scanned by CamScanner

Syncope (মধ্যস্বরলোপ)

উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যের জন্য কালক্রমে কোন শব্দের মধ্যে অবস্থিত স্বরধ্বনি লুপ্ত হলেই সেই ঘটনাকে বলা হয় মধ্যস্বরলোপ বা Syncope। এই ধরনের বৈশিষ্ট্য হল শব্দের মধ্যস্থলে অবস্থিত শ্বাসাঘাত উচ্চারিত ধ্বনি শ্বাসাঘাতের আঘাতে লুপ্ত হয়ে থাকে। যেমন —

সংস্কৃতে দেবকুল > প্রাকৃতে দেউল
সংস্কৃতে রাজকুল > প্রাকৃতে রাউল

ধাতুরূপ গঠনের সংস্কৃতে ব্যাকরণ ও প্রক্রিয়া খুব বেশি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- √গম থেকে জগ্মুঃ পদ গঠিত। এখানে 'গ' এর সঙ্গে যুক্ত ধাতুর 'অ' লুপ্ত। এর তুলনীয় অপর উদাঃ যেমন-

সংস্কৃতে রাজন্ > প্রাকৃতে রাজা
" শ্রেমন > " প্রেমনা

বাংলা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য
সু- দ্ব্যক্ষরতা বা দ্বিঅক্ষরবাদ স্থানে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন —

সুবর্ণ > স্বর্ণ
ভগিনী > ভগ্নী

Scanned by CamScanner